বাংলাদেশের পানি ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার:

বর্তমান প্রেক্ষিত ও উন্নয়ন সম্ভাবনা

(একটি বেইজলাইন গবেষণা)

অধ্যাপক ড. সৈয়দ হাফিজুর রহমান এবং অধ্যাপক ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১২ জুলাই ২০১৫

বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বাউইন)

গবেষণার প্রেক্ষাপট

- এদেশে গ্রামীণ ও নগর জনপদের বিকাশ পানি প্রবাহ ব্যবস্থার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল
- বর্তমান সময়ের সুপেয় পানির সরবরাহ, কৃষিকাজ, পণ্য স্থানান্তর, শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ দুটি উৎস পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করছে
- এই দুই ধরনের উৎসকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে মূলত জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
- গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা নদীর মধ্য ও নিম্নগতিতে বাংলাদেশের অবস্থান এবং মৃদু ঢালবিশিষ্ট প্লাবন /ব-দ্বীপ সমতলভূমির কারণে প্রয়োজনীয় পানি প্রাপ্তি ও অতিরিক্ত পানির প্রবাহ বাংলাদেশকে পৃথিবীর মাঝে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে
- এই জল প্রবাহের সাথে নেমে আসা পলিমাটি (যার পরিমাণ প্রতি বছর প্রায় ১.২ বিলিয়ন টন) এদেশের ভূ-গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে (যেমন নতুন চর জেগে ভূ-ভাগের পরিমাণ বৃদ্ধি, নিম্নাঞ্চল/ বিলাঞ্চল ক্রমশ উঁচু হওয়া)

গবেষণার যৌক্তিকতা

- ‘পানি নিরাপত্তা’ (**Water Security**) দৃঢ়ভাবে পানি ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে জড়িত
- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর উদ্যোগে গঠিত বাংলাদেশ ওয়াটার ইন্টেগ্রিটি নেটওয়ার্ক (বাউইন) পানি নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০14 সালে ‘পানি খাতে শুদ্ধাচার’ (**Water Integrity**) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে
- পানি খাতে শুদ্ধাচার তিনটি মূল স্তম্ভ - স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সর্বস্তরের মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এসব স্তম্ভ কতগুলো মূলনীতির (সততা, সমতা ও টেকসই কর্মকাণ্ড) ওপর নির্ভরশীল
- টিআইবি ও বাউইন পানি খাতে শুদ্ধাচারের বর্তমান অবস্থা অনুধাবন করার জন্য এই বেইজলাইন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করে
- এ গবেষণার ফলাফল সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করবে বলে টিআইবি মনে করে। এসব পদক্ষেপ কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পেরেছে সেটিও সুনির্দিষ্ট চলকের (**Evidence based indicators**) বিপরীতে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে

গবেষণার উদ্দেশ্য

১. সিটি কর্পোরেশন ও উপকূলীয় অঞ্চলের পানি খাতে সুশাসন ও শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিশ্লেষণ করা

২. নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান বা এলাকায় পানি খাতে সুশাসন ও শুদ্ধাচারের প্রায়োগিক ঝুঁকি চিহ্নিত করা

৩. ভবিষ্যতে পানি খাতে সুশাসন ও শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় অথবা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত গবেষণা
- তথ্য সংগ্রহের কৌশল - নথিপত্র পর্যালোচনা, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়

তথ্যের উৎস

পরোক্ষ তথ্যের উৎস
সংশ্লিষ্ট কৌশলপত্র, নীতি, আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, পরিকল্পনা পত্র ও নিয়ম
প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্র
প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস
সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিক
স্থানীয় পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের সাথে দলীয় আলোচনা

গবেষণার আওতা

- পানি খাত সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা ও আইন পর্যালোচনা
- পানি খাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা - এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের জন্য ঢাকা ওয়াসা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বিবেচনা করা হয়েছে
- পানি খাতে সুশাসন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়টি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ব-দ্বীপ গঠন, নদী-বিধৌত অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, আন্তঃদেশীয় নদী, ঢাকা শহরের পানি ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে
- পানি খাতের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের বিষয়গুলোকে গবেষণায় বিবেচনা করা হয়েছে

গবেষণার ফলাফল: আইন পর্যালোচনা

ইতিবাচক দিক

- আইন ও কৌশলসমূহে মানুষের পানির ওপর অধিকার, সমতার ভিত্তিতে বণ্টন, লিঙ্গ-বৈষম্য দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে
- নীতিমালা ও আইনসমূহে পানির শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিভিন্ন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অঙ্গীকারসমূহ বিবৃত আছে

নেতিবাচক দিক

- জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবায়ন কৌশল বা সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনার (গাইডলাইন) ঘাটতি
- স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে মানদণ্ড কি হবে বা কিভাবে তা পরিবীক্ষণ করা হবে তার উল্লেখ নেই

গবেষণার ফলাফল: প্রাতিষ্ঠানিক ম্যান্ডেট ম্যাপিং

নির্দেশক	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (মোট ১৭টি)
সবার জন্য সমান সেবা প্রদান	১৬
পানির অধিকার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার	১৭
জেন্ডার সংবেদনশীলতা	১৫
দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়	৩
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়	২
পরিবেশ ব্যবস্থাপনা	১৩
পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা	১৫
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	১৩

গবেষণার ফলাফল: কেইস ১ - ঢাকা ওয়াসা

পরিচিতি

- ঢাকা ওয়াসা ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত
- বর্তমানে ১.৪৫ কোটি জনসংখ্যা, ১৩০টি ওয়ার্ড, ৩৬০ বর্গ কিমি আয়তনের শহরে পানি সরবরাহ, পানি নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব
- মোট ১১টি জোনে বিভক্ত - দশটি জোন ঢাকায় ও একটি নারায়ণগঞ্জে
- মোট জনবলের ৮৭.৬% পানি সরবরাহ ও ১৩.৪% বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত
- ৬৪৪টি গভীর নলকূপ ও ৩,০৪০ কিলোমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে ৩.২৫ লক্ষ খানা ও ১,৬৪৩টি রাস্তায় বসানো ট্যাপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হচ্ছে
- প্রতিদিন ২,১০০ থেকে ২,৩০০ মিলিয়ন লিটার (মৌসুম ভেদে ভিন্নতার নিরিখে) পানির চাহিদার বিপরীতে ওয়াসার বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা ২,৪২০ মিলিয়ন লিটার

গবেষণার ফলাফল: কেইস ১ - ঢাকা ওয়াসা

অর্জন

- চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত পানি সরবরাহের ক্ষমতা অর্জন
- পূর্বের তুলনায় রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি - ২০০৮ সালে ৬৪.৫% থেকে ২০১৩ সালে ৯৫%
- পরিচালনা ব্যয় কমে যাওয়া - ২০০৮ সালে ০.৯ থেকে ২০১৩ সালে ০.৬৬-এ হ্রাস পাওয়া
- কম্পিউটারাইজড বিলিং সিস্টেম প্রবর্তন (এসএমএস সেবা) - ২০০৯ থেকে
- ই-টেন্ডার অন্তর্ভুক্তি ও কল সেন্টার গঠন
- ইউনেস্কো পুরস্কার প্রাপ্তি

গবেষণার ফলাফল: কেইস ১ - ঢাকা ওয়াসা

চ্যালেঞ্জ

- সব মৌসুমে, সব এলাকায় সমানভাবে সেবা প্রদান
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমে নিচে নেমে যাওয়া
- শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহে ঘাটতি
- ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত এলাকায় সেবার মানের তারতম্য
- দূষণমুক্ত পানি সরবরাহ করা
- বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ - বিদ্যুৎ ঘাটতি, জলাভূমি দখল, দূষণ
- সাধারণ মানুষের মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রেই নেতিবাচক

গবেষণার ফলাফল: কেইস ১ - ঢাকা ওয়াসা

সুশাসন ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সমস্যা

- অনানুষ্ঠানিকভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশে রাজনৈতিক নেতা ও দালাল কর্তৃক পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত
- নিয়ম-বহির্ভূতভাবে কার্যাদেশ পরিবর্তন ও অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন
- পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার প্রেক্ষিতে অভিযোগ করলে কখনো কখনো পদক্ষেপ না নেওয়া
- নিয়ম-বহির্ভূতভাবে কর্মকর্তা নিয়োগ - বিজ্ঞাপন না দিয়ে নিয়োগ প্রদান
- কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক ওয়াসার ভূমি দখল
- নিম্ন মানের পানি (গন্ধ ও ময়লাযুক্ত) সরবরাহের অভিযোগ - পুরান ঢাকার কিছু এলাকায়

গবেষণার ফলাফল: কেইস ২-বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচিতি

- পূর্বতন ওয়াপদা ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) নামে রূপান্তরিত
- বিডাব্লিউডিবি আইন ২০০০, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০০১ এবং জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ এর মাধ্যমে পরিচালিত
- মূল কার্যক্রম (ম্যান্ডেট)
  - বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা
  - জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে পানি সম্পর্কিত বড় আকারের প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং তদারকি
- এর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে **WARPO, CEGIS, BUET** এবং **IWM** বিভিন্ন ধরনের কারিগরি তথ্য ও মডেল দিয়ে সাহায্য করে

গবেষণার ফলাফল: কেইস ২-বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

অর্জন

- ব্যাপক পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ - বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি করা, সেচ সুবিধা প্রদান
- দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস - বন্যা, সাইক্লোন, লবণাক্ততা
- নদীর নাব্যতা বজায় রাখা - ক্যাপিটাল ড্রেজিং

গবেষণার ফলাফল: কেইস ২-বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

চ্যালেঞ্জ

- ব-দ্বীপ প্রতিবেশ ও ভৌত প্রক্রিয়ার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন - **Krug Mission Report 1964, IECO Master Plan 1965-85**
- পানি ব্যবস্থাপনায় পলি **(Sediment)** বিবেচনাতে না আনা
- নদী ভরাট হয়ে নদী প্রবাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি
- পোল্ডারসমূহের সঠিক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত কৌশল, জন অংশগ্রহণ ও সম্পদের অভাব
- ভূপৃষ্ঠের পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি
- চিংড়ি চাষীদের দ্বারা বাঁধের ক্ষতি
- জলবায়ু পরিবর্তন
- কারিগরি জ্ঞানের অভাব
- আইনের দুর্বল কাঠামো - সংশ্লিষ্ট অভিযোগকৃত দুর্নীতির ঘটনা বিচারের আওতায় আনা সম্ভব হয় না

গবেষণার ফলাফল: কেইস ২-বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সুশাসন ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত সমস্যা

- আইনে উল্লিখিত বিদ্যমান দুর্নীতিবিরোধী এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির নির্দেশিকা প্রস্তুত না করায় টাস্কফোর্স সঠিকভাবে কার্যকর না হওয়া
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ
  - ➢ প্রকল্প প্রস্তাবনায় উল্লিখিত কারিগরি নির্দেশনা না মেনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা - বাঁধের জন্য উল্লিখিত জিওব্যাগ ব্যবহার না করা, ২৬" ড্রেজারের পরিবর্তে ২২" ব্যবহার
  - ➢ ভুয়া বিলের মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ
  - ➢ স্থানীয় পরিদর্শন টিম কর্তৃক সঠিক তদারকি না করা এবং প্রতিবেদন না দেওয়া
  - ➢ ওপরের তিনটি কেইসে আইএমইডি'র কার্যকর ভূমিকার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়
- পানি ব্যবস্থাপনায় প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সাধারণ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ঘাটতি
- দুর্নীতির শাস্তি না হওয়া
- জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হওয়া

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান পানির অধিকার নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ
- দুর্বল আইন এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের নির্দেশিকার (গাইডলাইন) অভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন
- পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের (দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন) সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হালনাগাদ ও আধুনিকায়ন না হওয়ায় নাগরিক সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতাদের কার্যকর যোগাযোগের (অংশগ্রহণসহ) ঘাটতির কারণে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি
- দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক ও দৃশ্যমান শাস্তি না হওয়ায় দুর্নীতি করার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি

সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা

১. আইনগত

- সংশ্লিষ্ট নীতিমালা, আইন, কৌশলপত্র, নির্দেশিকা ইত্যাদি হালনাগাদ করতে হবে এবং এর ভিত্তিতে ইস্যুভিত্তিক কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করতে হবে
- জাতীয় পানি আইন, ২০১৩ এর আলোকে পানি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জাতীয় পানিসম্পদ কাউন্সিলকে পর্যবেক্ষক (**Watchdog**) হিসেবে কার্যকর করতে হবে
- প্রকল্পগুলোকে শুদ্ধাচারের মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্ল্যানিং কমিশনের ডিপিপি (ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রফর্মা) পুনঃ নিরীক্ষা ও সংস্কার করতে হবে

সুপারিশ ও ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা

২. প্রাতিষ্ঠানিক

- কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন করতে হবে
- আন্তঃ প্রতিষ্ঠান কাজ সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে
- আইএমইডি'কে শক্তিশালীকরণ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রকল্প মূল্যায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে

৩. সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- তথ্য সরবরাহ ও জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনমতকে দৃঢ় ভিত্তি দিতে হবে

৪. গবেষণা কার্যক্রম

- পানি ব্যবস্থাপনায় শুদ্ধাচার নিশ্চিত করার জন্য ইস্যুভিত্তিক গবেষণা করতে হবে

ধন্যবাদ

গবেষণার ফলাফল: আইনগত পর্যালোচনা